দৈনিক ইনকিলাব

01 JAN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম ২

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য ছাড়া নিরক্ষরতা দূর হবে না

শাকের আহমদ

যে কোন সময় কোন গুরু গম্ভীর কথা বলতে গিয়ে আমরা বলে থাকি যে, দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত নয়, বলা যায় স্বাক্ষরদানে সক্ষম লোকের সংখ্যাই অচিন্তনীয়ভাবে কম। কিন্তু দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে আমরা তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছি কিনা এটা একটা বড়ো রকমের প্রশ্ন।

অনেকে বলতে পারেন, যারা এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন তারা নিশ্চয়ই কিছু একটা সামাধানের কথা ভাবছেন। সমাধানের কথা যে ভাবছেন সে, কথাটি আমি অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু সমস্যার সঠিক কোন সমাধান থেকে সম্ভবতঃ তারা বেশ দূরে রয়েছেন। দেশে স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীগণ স্বীকৃতি দিয়ে তাদের বেতন দেয়ার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই ও স্কুল ড্রেস সরবরাহ করারও দায়িত্ব গ্রহণ করেন সরকার। বিনামূল্যে বই শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই নয়, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও সরবরাহ করার রীতি রয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় প্রাথমিক শিক্ষার উপরে এবং সরকার সে সত্যটি উপলব্ধি করেই স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বেসরকারী পর্যায়েও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাও অপর্যাপ্ত বলেই আমাদের ধারণা। তবুও যদি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঠিক মতো চলতো তাহলে নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান অবশ্যই খানিকটা সফল হতো। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়গুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও ব্যতিক্রম হলেই আমরা সুখী হতাম।

এখানে একটি তিক্ত কথা আমাদের বলতে হয়। মুখে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যতো কথাই বলা হোক না কেন,বাস্তবে সেদিকে কেউ তেমন দৃষ্টি দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। যারা শহরে-নগরে থাকেন তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দুরবস্থা সম্পর্কে তেমন ওয়াকেবহাল না হলেও যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন, তারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্দশা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত আছেন। প্রায়ই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে নানারকম উদ্বেগজনক খবর প্রকাশিত হয়। এ খবরগুলো প'ড়ে আমরা জানতে পারি যে, এ সব বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগের মধ্যেই বিরাজ করছে সমস্যা এবং সে সমস্যা অন্তহীন। প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাকা ভবন নেই। দরমার বেড়া ও টিনের চালবিশিষ্ট যে স্কুলগৃহগুলো আছে তার অধিকাংশেরই জরাজীর্ণ অবস্থা। বেড়া ভেঙ্গে গেছে, টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির দিনে অবিরাম পানি পড়ে, কোথাও বা চাল নেই, বেড়া আছে, কোথাও চাল আছে, বেড়া নেই আবার কোথাও চাল বেড়া কোনটাই নেই।

(২) আসবাব পত্রের দারুণ অভাব। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি কোন বিদ্যালয়ে দু'চারটি হয় তো আছে, আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে আদৌ নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে মাদুর পেতে পড়াশোনা করে।

(৩) বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষকের অভাব। অনেক স্কুলে খাতা-পত্রে শিক্ষক সংখ্যা ঠিকই আছে, অথচ বাস্তবে তা নেই। কিন্তু তালিকা অনুযায়ী সব শিক্ষকের বেতন-ভাতাই তোলা হচ্ছে।

(৪) কোন কোন স্কুলে শিক্ষক থাকলেও তাদের বেকার বসে থাকতে হয় শিক্ষার্থীর অভাবে। অর্থাৎ সে সব স্কুলে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম অথবা একেবারেই শূন্যের কোঠায়। কিন্তু শিক্ষকরা ঠিকই বেতন পাচ্ছেন।

(চলবে)